সর্পদংশন, সর্পদংশনের চিকিৎসা ও সচেতনতা

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

০৩ জুলাই ২০২৪

উদ্দেশ্য

- কমিউনিটি কে ক্ষমতায়ন ও নিয়োগ করা
- এন্টিভেনমসহ কার্যকর নিরাপদ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গুরুত্বপুর্ন কৌশল সমূহ

- সক্রিয়ভাবে জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা,
- কার্যকর প্রাথমিক চিকিৎসা অনুশীলন এবং দ্রুত হাসপাতালে মোটর পরিবহনে গমন/বাইক/ অ্যাম্বুলেন্স,
- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করুন: প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নতি, ঝুঁকি হ্রাস এবং বিষধর সর্পদংশন এড়ানো,
- প্রাক-হাসপাতাল চিকিৎসার উন্নয়ন,
- স্বাস্থ্যসেবা চাওয়ার আচরণ উন্নত করুন।
- সাপ সংরক্ষণ: সাপ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা ও উপকার করে, সাপ না মারা।
- স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা, সহায়ক তত্ত্বাবধান, এন্টিভেনম প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- অংশীদারিত্ব, সমন্বয় ও সংস্থান বৃদ্ধি।

বিষয়বস্তু

- বাংলাদেশের কিছু বিষধর সাপ
- বিষধর সর্পদংশনের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ
- সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা:
  - যা করবেন
  - সর্পদংশনে যা করবেন না
- কিভাবে সর্পদংশন এড়ানো যায়
- সর্পদংশন চিকিৎসা
- সাপ ও সর্পদংশন বিষয়: জানতে হবে, জানাতে হবে
- উপসংহার
- সংযুক্তি: চন্দ্রবোরা (রাসেল'স ভাইপার) সাপ নিয়ে যত সব গুজব

বাংলাদেশের কিছু বিষধর সাপ

১. গোখরা বা কোবরা

২. চন্দ্রবোড়া বা রাসেলস্ ভাইপার

৩. শঙ্খিনী বা শাঁকিনী

৪. সবুজবোড়া বা বাঁশবোড়া

বিষধর সর্পদংশনের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ

১. দংশিত স্থানে ফোলা

২. রক্তক্ষরণ

৩. চোখের উপরের পাতা বুজে আসা

৪. কম ও কালো প্রস্রাব

সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা: যা করবেন

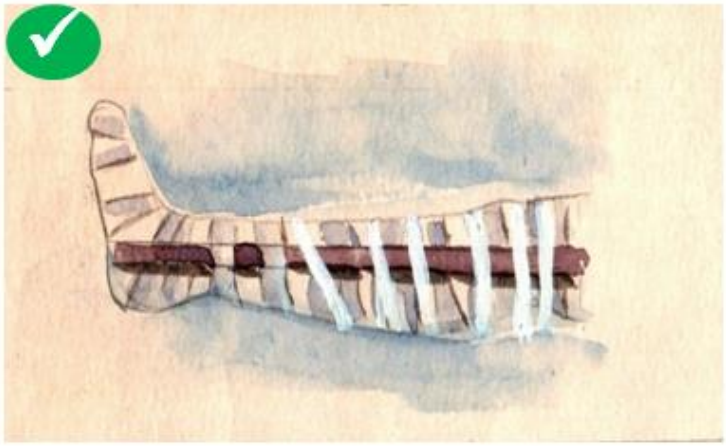

১. দংশিত অঙ্গ বিশ্রাম, অচল করা/স্প্লিন্ট

২. মোটর যানে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিন

৩. দংশিত সাপ সনাক্তকরণ

সর্পদংশনে যা করবেন না

১. ভয় পাবেন না

২. বমি করাবেন না

কথা বলতে অসুবিধা হলে খেতে দিবেন না।

৩. 'ওঝা'/বৈদ্যের চিকিৎসা নিবেন না

৪. কাঁটা ছেড়া করবেন না

৫. গিঁট দিবেন না

কিভাবে সর্পদংশন এড়ানো যায়

১. রাতে সাবধানে হাঁটা: আলো-লাঠি, বুট

২. চৌকি-মশারী

৩. শোবার ঘর: প্রাণী ও খাবার সামগ্রী মুক্ত

৪. বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার

পোষ্টার

অর্থায়নেঃ বাংলাদেশ সরকারের 'ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'

পোষ্টার

অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকারের 'ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'

পোষ্টার

NCDC

অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকারের 'ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'

পোষ্টার

অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকারের 'ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'

ফ্লিপ চার্ট

লিফলেট

সর্পদংশন প্রতিরোধ
ও
জরুরী
প্রাথমিক চিকিৎসা

সর্পদংশন চিকিৎসা (১)

- দ্রুত হাসপাতালে আনা, জরুরী পর্যবেক্ষণ, ভর্তি, ইতিহাস-উপসর্গ-**20 WBCT**
- পূন:পর্যবেক্ষণ কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা- চিকিৎসা দল/রোগীর আত্মীয় স্বজন (নির্দেশিকা দিন);
- সিন্ড্রোম নির্ধারন;
- এন্টিভেনম প্রদান সিদ্ধান্ত - বেশির ভাগ সর্পদংশন অবিষধর সর্পদংশন ভাগ;
- প্রয়োজনে অন্যান্য আনুসঙ্গিক চিকিৎসা:
  - কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা, শ্বাস নালিতে নল ঢুকানো- আম্বু ব্যাগ ব্যবহার (বিশেষ করে ক্রেইট ও কোবরা সর্পদংশনে)।
  - রক্ত সঞ্চালন, ডায়ালাইসিস (চন্দ্রবোরা সর্পদংশনে)।

সর্পদংশন চিকিৎসা (২)

- এন্টিভেনম দেওয়ার সময়: সময় খুবই গুরুত্বপূর্ন
  – কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা, ক্ষেত্র বিশেষে কয়েক দিন পর আসলেও এন্টিভেনম দেওয়া যেতে পারে।
- এন্টিভেনমের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ: অতি সংবেদনশীলতা (**Anaphylaxis**), সিরাম সিকনেস; এন্টিভেনম পুর্ববতী চামরার নীচে অ্যাড্রেনালিন ইনঞ্জেকশন দেয়ার বিধান আছে, ব্যবহারে খুব কম অতি সংবেদনশীলতা হয়।
- প্রয়োজনে উচ্চতর হাসপাতালে রেফার করা।
- অন্যান্য চিকিৎসা:
  – সার্জারী,
  – ফলো-আপ (দীর্ঘ মেয়াদী শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা)।

সাপ ও সর্পদংশন বিষয়: জানতে হবে, জানাতে হবে (১)

ক্র.	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য নয়	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য
১.	'সাপ হিংস্র প্রাণী'।	সাপ নিরীহ প্রাণী।
২.	'সাপ তেড়ে এসে দংশন করে'।	কেবল উত্যক্ত করলেই দংশন করে।
৩.	'চন্দ্রবোরা/উলুবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) বাংলাদেশের নতুন সাপ'।	নতুন সাপ নয়। ১৯২৯ মি. পি. ব্যানার্জী, ১৯৮২ ডঃ মোঃ আলী রেজা খান, প্রথম রোগী ২০১৩ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
৪.	'সর্পদংশনের পর দংশিত অঙ্গে গিঁট দিতে হবে'।	সর্পদংশনের পর গিঁট দেয়া যাবে না, দংশিত অঙ্গ অচল করতে হবে।
৫.	'রোগী গিঁট দিয়ে হাসপাতালে আসলে তাৎক্ষনিক গিঁট খুলে দিন'	গিঁট দিয়ে হাসপাতালে আসলে- জরুরী ভর্তি, আইভি চ্যানেল শুরু, চিকিৎসা দলের উপস্থিতিতে প্রয়োজন থাকলে এন্টিতেভনম শুরু, পুনরুজীবিত করার সামগ্রী হাতের কাছে রাখা ও ক্রমে গিঁট খুলুন।
৬.	'সাপ/সর্পদংশন প্রতিরোধে রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার'।	রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়, বরং শিশু ও প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকর।
৭.	'সাপ মেরে সর্পদংশন কমানো যায়'।	সাপ প্রকৃতির বন্ধু, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে, দয়া করে সাপ মারবেন না। সাপ মারা অপরাধ।

সাপ ও সর্পদংশন বিষয়: জানতে হবে, জানাতে হবে (২)

ক্র.	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য নয়	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য
৮.	'চন্দ্রবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) দংশনের চিকিৎসায় এন্টিভেনম নেই বা কার্যকর নয়'।	চিকিৎসায় বর্তমানে ব্যবহৃত এন্টিভেনম কার্যকর।
৯.	'চন্দ্রবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) সর্পদংশনের বেশীর ভাগ রোগী মারা যান'।	চন্দ্রবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) সর্পদংশনে বেশীর ভাগ রোগীই ভালো হয়ে যান।
১০.	'উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব নয়'।	অনেক উপজেলা হাসপাতাল সফলভাবে চিকিৎসা দিচ্ছেন বা চিকিৎসা শুরু করে রেফার করছেন। দ্রুত চিকিৎসা প্রদান মৃত্যু হার কমাবে।
১১.	'**20 WBCT** নেগেটিভ মানে বিষধর সর্পদংশন নয়'।	কোবরা-ক্রেইট-সামুদ্রিক সাপ দংশনে **20 WBCT** নেগেটিভ থাকবে। চন্দ্রবোরা/সবুজ ভাইপার দংশনে ভর্তির সময় **20 WBCT** পজেটিভ নাও হতে পারে, পুন: পরীক্ষা প্রয়োজন।
১২.	'সর্পদংশন চিকিৎসায় আই সি ইউ প্রয়োজন'।	বেশির ভাগ রোগীর আই সি ইউ প্রয়োজন হয় না, তবে অল্প কিছু রোগীর জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

সাপ ও সর্পদংশন বিষয়: জানতে হবে, জানাতে হবে (৩)

ক্র.	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য নয়	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য
১৩.	'সর্পদংশনের ১০০ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করতে হবে'।	সময় খুবই মুল্যবান, রোগী খুব দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে। বিষক্রিয়ার উপসর্গ থাকলে- যে কোন সময়ে এন্টিভেনম দিতে হবে। কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা/দিনের মধ্যে।
১৪.	'বাংলাদেশের চন্দ্রবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) সাপ নিউরোটক্সিক'।	বাংলাদেশের চন্দ্রবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) সাপের দংশনের পর স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিষক্রিয়ার এখনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।
১৫.	'এন্টিভেনমের অনেক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে'।	পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে তবে হার অনেক কম, না হওয়ার জন্য অ্যাড্রেনালিন ইনজেকশনের বিধান আছে, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসাও আছে।
১৬.	'চন্দ্রবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) সর্পদংশন চিকিৎসায় মনোভ্যালেন্ট এন্টিভেনম প্রয়োজন'।	বাংলাদেশ ও ভারতের চন্দ্রবোরা/উলুবোরার (রাসেলস্ ভাইপার) সর্পদংশন চিকিৎসায় এখনও মনোভ্যালেন্ট এন্টিভেনম নেই।

সাপ ও সর্পদংশন বিষয়: জানতে হবে, জানাতে হবে (৪)

ক্র.	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য নয়	সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে যা সত্য
১৭.	'চন্দ্রবোরা (রাসেলস্ ভাইপার) দংশনের পর দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া হয় না'।	শারীরিক ও মানসিক দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, নির্ণয়ে 'ফলো-আপ' প্রয়োজন।
১৮.	'সাপ ও সর্পদংশনের সঠিক তথ্য আছে'।	সাপ ও সর্পদংশনের সঠিক তথ্য নেই। সাপ ম্যাপিং করা ও সর্পদংশন রিপোর্ট যোগ্য হওয়া উচিত **(Reportable Disease, WHO)**।
১৯.	'বিষধর সর্পদংশন ১-৫%'	বিষধর সর্পদংশন ১৫-৩৫% (১৬ বছর গবেষণার তথ্য সিএমসিএইচ, **PNTD** মে ২০২৪)
২০.	'শুকনো দংশন **(Dry bite)** ৭০% ভাগ'	**Dry bite** এর হার অনেক কম (৭০ জনে ০১ জন কোবরা রোগী **(Am. J Trop. Med. Hyg. 2017)**, চন্দ্রবোরা (২৩৫ জনে ১১ জন, রাজশাহী মে. ক. হা. সূত্র: ডা: আবু শাহিন)
২১.	'বাংলাদেশে এন্টিভেনম চাহিদার সঠিক পরিমান জানা আছে'।	চাহিদার পরিমান আনুমানিক (বিজ্ঞ মতামত), তথ্য ভিত্তিক নয়।

উপসংহার

- সর্পদংশনের গুরুত্বপুর্ন বিষয় সমূহ 'নিজে জানুন, অন্যকে জানান'।
- সর্পদংশনের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সকল সরকারী হাসপাতালে আছে (উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)।
- দ্রুত চিকিৎসা প্রদান মৃত্যু কমাবে।
- সর্পদংশন নিয়ে কোন আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন সচেতনতার।

ধন্যবাদ

সংযুক্তি

বাংলাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষধর সাপ

১. গোখরা বা কোবরা- ফণা তোলে এবং ফোস ফোস শব্দ করে। ইঁদুর খেতে বাড়ি-ঘরের আশে পাশে আসে।

২. চন্দ্রবোড়া/উলুবোড়া (রাসেলস্ ভাইপার)- শরীরে গোল গোল চাক বা শিকলের মতো ছাপ থাকে। চাষের জমি বা বাড়ী-ঘরের আশে পাশের জঙ্গলে থাকতে পারে।

৩. শঙ্খিনী বা শাঁকিনী গায়ে হলুদ ও কালো ডোরা কাটা থাকে। লাকড়ির স্তুপ ও ছোট জঙ্গলে থাকতে পারে, খাবারের খোঁজে রাতে বসত ঘরে ঢুকতে পারে।

৪. সবুজবোড়া, বাঁশবোড়া/গাল টাউয়া- গায়ের রং সবুজ ও মাথা তিন কোনা চ্চা। সাধারণত গাছে ঝোপ-ঝাড়ে থাকে।

বিষধর সর্পদংশনের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ

১. দংশিত স্থান দ্রুত (তাড়াতাড়ি) ফুলে যাওয়া।

২. দংশিত স্থানে ক্রমাগত (অনেক ক্ষণ) রক্তপাত হওয়া।

৩. ঘুম ঘুম ভাব। চোখের উপরের পাতা ভারী হওয়া বা বুজে আসা।

৪. প্রস্রাব কমে যাওয়া, কালো রং এর প্রস্রাব হওয়া।

সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা

আশ্বস্তকরণ- শান্ত থাকুন

১. দংশিত অঙ্গ নড়াচড়া করা যাবে না (বিশ্রাম/অচল করা, স্প্লিন্ট দিয়ে)

২. মোটর যানে রোগীকে দ্রুত উপজেলা হাসপাতালে নিনঃ

সিএনজি, **এ্যাম্বুলেন্স,** বাইক, ইঞ্জিন নৌকা/স্থানীয় প্রচলিত যানবাহন দিয়ে হাসপাতালে নিবেন। (স্থানীয় ২ জন সিএনজি চালকের ফোন নম্বর দিন)

৩. অযথা সাপ মারবেন না। দংশন করা সাপটি কেউ মেরে থাকলে সনাক্তকরণের **জন্য** হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। তবে সাপ মারার **জন্য** কিংবা ধরার **জন্য** অযথা সময় নষ্ট করবেন না। সাবধান! খালি হাতে সাপ ধরবেন না।

সর্পদংশনে যা করবেন না

১. ভয় পাবেন না, সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে।

২. বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। কথা বলতে অসুবিধা হলে খেতে দিবেন না।

৩. 'ওঝা'/বৈদ্যের চিকিৎসা নিবেন না।

৪. দংশিত অঙ্গ কাঁটা ছেড়া করবেন না।

৫. দংশিত অঙ্গে গিঁট দিবেন না।

কিভাবে সর্পদংশন এড়ানো যায়

১. সাবধানে হাঁটা: আলো-লাঠি, বুট। ঘাসের মধ্যে কিংবা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর আপনাকে যদি হাঁটতে হয় তাহলে খুব সাবধানে হাঁটুন ও লম্বা জুতা কিংবা বুট জুতা পড়ুন। গর্তের মধ্যে হাত-পা ঢুকাবেন না।

২. চৌকি-মশারী: ঘুমের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন- খাটের উপর ঘুমাবেন, মশারী ব্যবহার করুন, মেঝেতে ঘুমাবেন না। মশারী তোশকের নিচে ভালো করে গুঁজে দিন।

৩. বসতবাড়ী: প্রাণী ও খাবার সামগ্রী মুক্ত, শোয়ার ঘরে মুরগী/শস্য রাখবেন না। শোয়ার ঘরের সাথে খাবার যেমন- ধান-চাল, হাঁস-মুরগী, কবুতর। এসব ইঁদুরকে আকর্ষণ করে যার খোঁজে সাপ ঢুকতে পারে।

৪. বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার: আঙ্গিনা ময়লা-আর্বজনা মুক্ত রাখুন। বাড়ী ও চাষ করার জমির মধ্যে দূরত্ব রাখুন।

চন্দ্রবোড়া (রাসেল'স ভাইপার) সাপ নিয়ে যত সব গুজব

সাম্প্রতিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চন্দ্রবোড়া সাপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজব ও সেগুলির সঠিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিম্নরুপ:

১. চন্দ্রবোড়া সাপ তেড়ে এসে দংশন করে যেখানে অন্য সাপ পালিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়াসহ পৃথিবীর কোন সাপই তেড়ে এসে দংশন করে না। সাপ মানুষ দেখলে ভয় পায় ও পালিয়ে যায়। এটাই তার প্রকৃতি। তখনই দংশন করে যখন তার গায়ের উপর পা পরে বা মারতে উদ্যত হয় বা বেশি বিরক্ত করা হয়। এটা আসলে তার আত্মরক্ষার কৌশল। তাছাড়া আরেকটা কারনে এরকম মনে হতে পারে তা হলো চন্দ্রবোড়া সাপের চলার ধরন এমন যে, মন হয় তেড়ে আসতেছে।

২. চন্দ্রবোড়া সাপ ৭০-৮০ টা বাচ্চা দেয়।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপ সাধারণত ২০-৪০ টা বাচ্চা দেয়। তবে ৬-৬৩ টা পর্যন্ত বাচ্চা দেওয়ার রেকর্ড ভারতে রয়েছে।

৩. চন্দ্রবোড়া সাপ মাসে ২ বার বাচ্চা দেয়।

ব্যাখ্যা: বছরে ১বার, ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে বাচ্চা দেয়।

৪. চন্দ্রবোড়া সাপ দংশনের ১-১.৫ ঘন্টার মধ্যে অ্যান্টিভেনম না দিলে মানুষ মারা যায়।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপের বিষের ধরন হেমোটক্সিন ও সাইটোটক্সিন। দংশিত স্থানে ব্যাথা ও ফুলে যেতে পারে। রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য অঙ্গ আক্রান্ত হতে সময় নেয় তাই চিকিৎসার জন্য সময় পাওয়া যায়।

৫. চন্দ্রবোড়া সাপে দংশনকৃত রোগীর বাঁচার হার শতকরা ২০ ভাগ।

ব্যাখ্যা: রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৩-২০২৪ এর মে মাস পর্যন্ত ২৩৫ জন চন্দ্রবোড়া সাপে দংশনকৃত রোগী ভর্তি হয় এবং ৬৯ জনের (২৯%) মৃত্যু হয়। বেশির ভাগ রোগী ওঝা ও গুণিন ঘুরে সময় নষ্ট করে দেরীতে হাসপাতালে যাওয়াই মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

৬. চন্দ্রবোড়া সাপ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্যাখ্যা: ভেনম রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী সর্বমোট ২৭টি জেলায় চন্দ্রবোড়া সাপের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। কোন কোন জেলার ২-১ জায়গায় ১-২ টা সাপ হয়তো দেখা গেছে যা পুরো জেলায় বিস্তারের চিত্র তুলে ধরে না। ব্যাপারটা এমন নয় যে ঐ জেলাতে হাজারে হাজারে চন্দ্রবোড়া সাপ। তাছাড়া পুরাতন অনেক দংশনের ঘটনা বা ছবি নতুন জায়গার বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৭. দেশের ইকোলজি (বাস্তুতন্ত্রে) চন্দ্রবোড়া সাপের কোন ভূমিকা নেই।

ব্যাখ্যা: প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটার অনুপস্থিতিতে আরেকটা প্রভাবিত হয়। চন্দ্রবোড়াসহ সব সাপ ফসলি জমির ইঁদুর খেয়ে যেমন কৃষকের উপকার করে তেমনি বিভিন্ন রোগের যেমন প্লেগ, লেসমেনিয়াসিস, হেনাভাইরাস ইত্যাদির জীবাণু বিস্তার রোধে সহায়তা করে। অন্যদিকে গুইসাপ, বেজি, চিল, বাজঁপাখি, পেঁচা ও সাপখেকো সাপের খাদ্য হয়ে খাদ্যজাল ও ট্রফিক লেবেল ঠিক রেখে ইকোলজি (বাস্তুতন্ত্র) ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

৮. চন্দ্রবোড়া সাপ ইঁদুরকে কামড় দিয়ে ছেড়ে দেয় ও ইঁদুরের বাসায় গিয়ে বাকি ইঁদুরগুলোও খায়।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপ অ্যামবুশ হান্টার অর্থাৎ উৎপেতে বসে থাকে ও শিকার কাছে আসলে শিকার করে। তাছাড়া দংশনের পর দংশনকৃত ইঁদুর তার নিজের গর্তে ফেরত যাবে নাকি অন্য কোথায় যাবে তা সুনির্দিষ্ট নয়।

৯. চন্দ্রবোড়া সাপ বিশ্বের ৫ম বিষধর ও বাংলাদেশের সবচেয়ে বিষধর সাপ।

ব্যাখ্যা: সত্য নয়। কারণ বাংলাদেশে ও বিশ্বে এর চেয়ে বেশি বিষধর সাপ রয়েছে।

১০. চন্দ্রবোড়া সাপের দংশনে ১ দিনে ২৭ জন মারা গেছে।

ব্যাখ্যা: গুজব ছড়ালেও দংশন নিয়ে কোন রোগী হাসপাতালে আসে নাই। এমনকি বাংলাদেশে চন্দ্রবোড়া সাপের দংশনকৃত রোগীর সংখ্যাও বাড়ে নাই।

১১. চন্দ্রবোড়া সাপ রুপ পাল্টে নতুন করে এসেছে।

ব্যাখ্যা: রুপ বা চেহারা পাল্টানোর কোন সুযোগ নেই আর যদি হতোই তাহলে চন্দ্রবোড়া সাপ আর চন্দ্রবোড়া সাপ থাকতো না, নতুন প্রজাতি হয়ে যেতো।

১২. চন্দ্রবোড়া সাপ পাপের গজব হিসেবে আসছে।

ব্যাখ্যা: কোন ধর্মেই ধ্বংস বা মানবজাতির ক্ষতির বার্তা বহন করে না।

১৩. চন্দ্রবোড়া সাপ বাংলাদেশে ছিলো না, ভারত থেকে আসছে।

ব্যাখ্যা: এটি যে বাংলাদেশে আগেও ছিলো, এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৯ সালে পি. ব্যানার্জি লিখিত 'হ্যান্ড বুক অব স্নেক-বাইট' বইয়ে। বইটিতে এক হাজার ৮৩টির মতো কেস স্টাডি আছে। সেখানে ২২টি চন্দ্রবোড়া সাপের তথ্য আছে, যেগুলোর ভৌগোলিক এলাকা বর্তমান বাংলাদেশ। এর মধ্যে খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর এসব জায়গার নাম আছে।

১৪. চন্দ্রবোড়া সাপ হচ্ছে কিলার মেশিন।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপ দংশনকৃত রোগীর শতকরা ৭০ ভাগের বেশি সুস্থ হয়ে গেলে তাকে কিলার মেশিন বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

১৫. চন্দ্রবোড়া সাপ একমাত্র সাপ যারা বাচ্চা দেয়।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপ ছাড়াও আরো অনেক সাপ আছে যারা বাচ্চা দেয় যেমন- সবুজবোড়া, স্মুথ ওয়াটার স্নেক, শেবোল্ড'স ওয়াটার স্নেক ইত্যাদি সাপও বাচ্চা দিয়ে থাকে।

১৬. সর্পদংশনের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যান্টিভেনম বাংলাদেশে তৈরি হয়।

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে তৈরি হয় না, বাজারে পাওয়া অ্যান্টিভেনম ইনসেপ্টা ভারত থেকে আমদানী করে বাজারজাত করে।

১৭. চন্দ্রবোড়া সাপ মানুষের ঘরে ঢুকে দংশন করে।

ব্যাখ্যা: কোন সাপই মানষকে দংশন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘরে ঢুকে না। খাবারের সন্ধানে মানুষের বাড়ি-ঘরের আশে পাশে আসে বা ঘরে ঢুকে তখন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ বা অনাকাংখিত দংশনের ঘটনা ঘটে।

১৮. চন্দ্রবোড়া সাপ সবচেয়ে দ্রুতগতির সাপ।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপ খুবই অলস প্রকৃতির হয়, তাই দ্রুতগতির সাপ হওয়ার সুযোগ নেই।

১৯. চন্দ্রবোড়া সাপের পরিচয় না জেনে অন্য সাপ মারা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপ চিনতে না পেরে চন্দ্রবোড়া সাপ মনে করে অনেক অবিষধর সাপ মারা হয়েছে। যেমন- অজগর, গোলবাহার, ঘরগিন্নি, পাইন্যা সাপ, মেটে সাপ, জলঢোড়া ইত্যাদি।

২০. চন্দ্রবোড়া বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আবার ফেরত এসেছে।

ব্যাখ্যা: চন্দ্রবোড়া সাপ কখনোই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। যার প্রমাণ পি. ব্যানার্জীর 'হ্যান্ড বুক অব স্নেক-বাইট' বইয়ে পাওয়া যায়। তাছাড়া আইইউসিএন বাংলাদেশ ২০১৫ সালে সাপটিকে "প্রায় বিপদগ্রস্ত " হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

জনস্বার্থে:

ভেনম রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির একটি প্রকল্প।

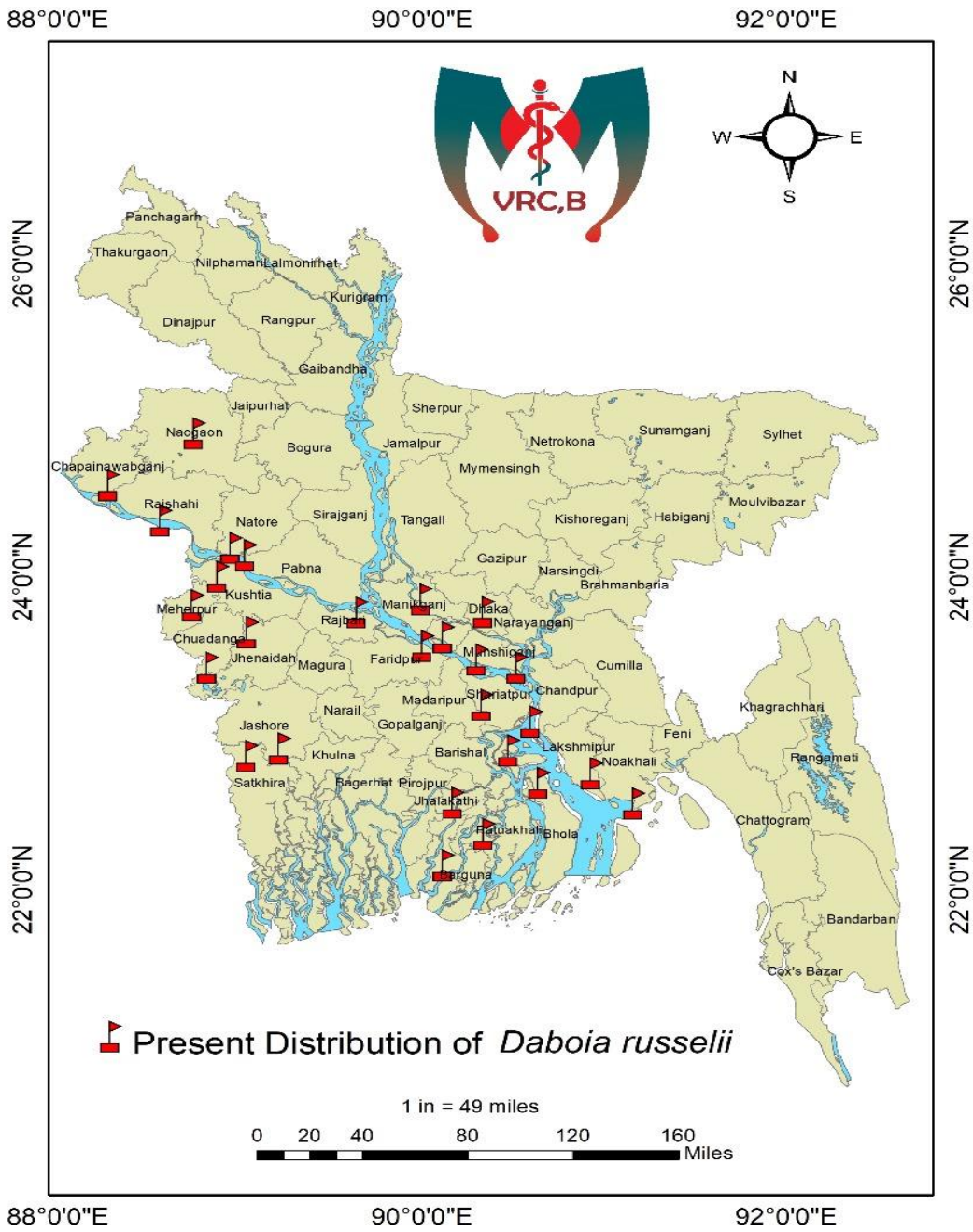
88°0'0"E
90°0'0"E
92°0'0"E
26°0'0"N
24°0'0"N
22°0'0"N
VRC,B
N
W
E
S
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Jaipurhat
Sherpur
Naogaon
Bogura
Jamalpur
Netrokona
Sunamganj
Sylhet
Chapainawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Habiganj
Moulvibazar
Gazipur
Narsingdi
Brahmanbaria
Pabna
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Narayanganj
Rajbari
Chuadanga
Munshiganj
Jhenaidah
Magura
Faridpur
Cumilla
Shariatpur
Chandpur
Madaripur
Khagrachhari
Narail
Gopalganj
Feni
Jashore
Lakshmipur
Barishal
Noakhali
Rangamati
Khulna
Satkhira
Bagerhat
Pirojpur
Jhalakathi
Chattogram
Patuakhali
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox's Bazar
Present Distribution of Daboia russelii
1 in = 49 miles
0 20 40 80 120 160
Miles

June 2024